তারিখ: 04 AUG 2016
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৪

দৈনিক আমাদের সময়

'সাউথশোর' নামে ফেরার চেষ্টা পিস স্কুলের

এম এইচ রবিন ●

দেশের সর্বত্র 'পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এরই মধ্যে অনেক স্থানে এ স্কুল তাদের কার্যক্রম বন্ধও ঘোষণা করেছে। তবে থেমে নেই স্কুল কর্তৃপক্ষ। ভিন্ন নামে আবারও কার্যক্রম শুরুর পাঁয়তারা চালাচ্ছে তারা। স্কুল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাছে এ বিষয়ে এসএমএসও পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'সাউথশোর' নামে আবারও এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

'সাউথশোর' নামে ফেরার চেষ্টা পিস স্কুলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে পিস স্কুল।

রাজধানীর লালমাটিয়ার বি-ব্লকের ৫ নম্বর সড়কের ৭ নম্বর বাড়িতে আগে ছিল পিস স্কুলের শাখা। পাঁচতলা ভবনটির বাইরের দেয়াল লাল, হলুদ ও নীল রঙের। গতকাল ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় সুনসান নীরবতা। ভবনের মূল ফটকে ঝুলছে তালা। আগে ফটকের ওপর ছিল পিস স্কুলের নীল রঙের বিশাল সাইনবোর্ড। সেটি নামিয়ে স্কুলের সীমানা প্রাচীরের ভেতর ফেলে রাখা হয়েছে। ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে বাইরের দিকের কাচের জানালা এবং ভেতরটা পর্দার কাপড়ে মোড়ানো।

স্কুল সংলগ্ন শেলটেক লাবিয়া নামের অ্যাপার্টমেন্টের এক বাসিন্দা জানান, ওই স্কুলে প্রতিদিন বাচ্চাদের আগাগোড়া কাপড়ে মুড়িয়ে আনা-নেওয়া করতেন অভিভাবকরা। ছোট-ছোট মেয়েরাও পরত বোরকা-হিজাব। ছেলে শিশুদের পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে টুপি পরা ছিল বাধ্যতামূলক।

হিজাব-টুপি থাকায় কী সমস্যা? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ধর্মের বিষয়ে সচেতনতা ভালো। ধর্মান্ধতা ভালো নয়। শিশুদের বিকাশের সময়ই যদি ধর্মান্ধ করে তোলা হয়। তাহলে এরাই বড় হয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে।

এদিকে গতকাল বুধবার এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পিস স্কুলে যে লেখাপড়া হচ্ছে, পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, মানসিকতা গড়ে তোলা হচ্ছে– 'এটি আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীর জন্য, দেশের জন্য কখনো মঙ্গলকর নয়। যারা ওইসব স্কুল পরিচালনা করছেন তারা আমাদের স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী শক্তি। তারা এখানে এমন মনোভাব তৈরি করছে যেগুলো জঙ্গিবাদ তৈরির ক্ষেত্রে, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তরুণ-যুবকদের বিপথগামী করতে উৎসাহিত করে। এ জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আমরা চালাতে দিতে পারি না।

গতকাল দুপুরে লালমাটিয়ার ওই স্কুলটিতে সরেজমিন তদন্তে এসেছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপবিদ্যালয় পরিদর্শক মো. মাহবুব আলম মৃধাসহ তিন কর্মকর্তা। স্কুলটির অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাহবুব আলম জানান, কোনো মন্তব্য করা যাবে না। কারণ তারা তদন্তে এসেছেন। মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট পিস স্কুলের সামনে তদন্তকারীদের মাইক্রোবাসটি ছিল। এরপর তারা স্থান ত্যাগ করেন।

পিস স্কুল সংলগ্ন পৃথক ভবনে চলছে ইংরেজি মাধ্যমের সানিডেল স্কুলের জুনিয়র শাখার কার্যক্রম। পিস স্কুল সম্পর্কে সানিডেলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, তার বন্ধুর সন্তান পিস স্কুলে পড়ত। গত মঙ্গলবার স্কুল বন্ধের নোটিশ এসএমএসের মাধ্যমে পেয়েছেন তিনি। সংবাদকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে রাজি না হওয়ায় ওই বন্ধুর ফোনেই কথা হয় পিস স্কুলের শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে। তিনি জানান, 'সাউথশোর' নামে রেজিস্ট্রেশন করেছে পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। স্কুল কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার বিকালে অভিভাবকদের দুই দফা এসএমএস পাঠিয়ে এ তথ্য জানায়।

একটি এসএমএসে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত আমাদের স্কুলটি বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার স্কুল বন্ধ থাকবে। ইনশাআল্লাহ আগামী রোববার (৭ আগস্ট) থেকে স্কুলটি নতুনভাবে চালু হবে।

পৃথক আরেকটি এসএমএসে জানানো হয়, আমরা আপনাদের জানাতে পেরে আনন্দিত যে, পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে 'সাউথশোর' নাম দেওয়া হয়েছে। স্কুলটির বই, ডায়েরিতেও দ্রুত নাম পরিবর্তন করা হবে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান আমাদের সময়কে জানান, সাইনবোর্ড পাল্টে ফেলা হলেই কি অনুমোদন পাওয়া যাবে নাকি! এসব বলে অভিভাবকদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। আমরা পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের নিবন্ধন বাতিল করেছি। এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য অভিভাবকরা পার্শ্ববর্তী অন্য স্কুলে ভর্তি করাতে পারবেন। এতে কোথাও অতিরিক্ত ভর্তি নিতে হলে সেটা আমরা দেখব।

এসএমএস প্রসঙ্গে জানতে পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হয়। ওপাশ থেকে পরিচয় গোপন করে একজন জানান, এ বিষয়ে স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। আর কিছু বলা যাবে না।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বন্ধ করে দেওয়া পিস স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীর দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। দায়িত্ব তারাই নেবেন যারা তাদের এ পথে নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, অনুমোদন ছাড়া কেউ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ কোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবে না। পিস স্কুল বন্ধ রেখেছি, আরও তদন্ত করে এগুলো সম্পর্কে সব তথ্য বের করে ব্যবস্থা নেব।

রাজধানীতে উত্তরা এবং বাড্ডায় পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলো গতকালও খোলা ছিল বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা পুলিশ এবং বিভিন্ন এজেন্সির খবর পেয়েছি। আমরা কথা বলেছি, খবর নিয়েছি। দেখা গেছে, অনেক পিস স্কুলেরই কোনো অনুমোদন নেয়নি। একটা হয়তো বোর্ডের অনুমোদন নিয়েছে, সেটাও কাউকে না কাউকে ধরে।

ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, লালমাটিয়া ছাড়াও উত্তরা এবং বাড্ডায় অবস্থিত পিস স্কুলের তথ্য নিচ্ছি। তাদের আগামী রোববার পর্যন্ত তথ্য দিতে বলা হয়েছে। যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছে– পিস স্কুল ও কলেজের মালিক, পরিচালনা কমিটির সভাপতি-সদস্য ও শিক্ষকদের তথ্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রতিষ্ঠান খোলার তহবিলের উৎস, জমি, পাঠ্যবই সম্পর্কে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ দেশের সব পিস স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে একটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন। গত বছরের শেষ দিকে গোয়েন্দা সংস্থাটির দেওয়া ওই প্রতিবেদনে এসব স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ, কারিকুলাম, অর্থের উৎস ও ব্যয়ের ধরন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে স্কুলগুলোর কার্যক্রম নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়। এর পরই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে সারা দেশে অনুমোদনহীন সব পিস স্কুল অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।